8A/20

ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

First Term Test – 2018

Sub: Bengali Text **Class: VIII** **F. M. 80**

Duration: 2 Hrs 30mins **Date: 19.04.18**

- বানান ভুল, বাক্যের গঠনে ভুল, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখার জন্য নম্বর কাটা যেতে পারে।
- উত্তরপত্রে প্রশ্ন লেখবার প্রয়োজন নেই

বিভাগ-ক (১৫)

১) সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখঃ (৫× ১ = ৫)

১.১	"গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়"– জানকী শব্দের অর্থ হল (ক) জননী (খ) জনকরাজার স্ত্রী (গ) কৈকেয়ী (ঘ) জনকরাজার কন্যা
১.২	"মহর্ষি আশ্রমে নাই তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই" – বক্তা হলেন (ক) তপস্বীগণ (খ) রাজা দুষ্মন্ত (গ) সূত (ঘ) মহর্ষি কণ্ব।
১.৩	"তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?" বক্তা হলেন (ক) রাজা (খ) মন্ত্রী (গ) সেনাপতি (ঘ) দূত ।
১.৪	'সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে গিরীশ' – গিরীশ শব্দের অর্থ হল (ক) মহাদেব (খ) হিমালয় (গ) পার্বতী (ঘ) সব্যসাচী।
১.৫	"সেই দেশ জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললাম" - বক্তা হলেন (ক) সন্ন্যাসী (খ) সেনাপতি (গ) রাজকন্যা (ঘ) মন্ত্রী।

২) শূন্যস্থান পূরণ করঃ (৫× ১ = ৫)

২.১	দানে .... নদীরূপা .... কিঙ্করী।
২.২	হরিলেন .... কি আপন .... ।
২.৩	তপোবন .... দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব।

৩) একটি শব্দে উত্তর দাওঃ (৫× ১ = ৫)

৩.১	অতিথি সৎকারের দায়িত্ব কার উপর ছিল?
৩.২	কোন নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম?
৩.৩	কোন দেশের রাজা দেশবিদেশে রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?
৩.৪	কাকে বধ করতে তপস্বীরা মহারাজকে নিষেধ করেছিলেন?
৩.৫	গোদাবরী নদীর তীরে কী আছে?

বিভাগ-খ (২৫)

১) প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (৫ × ২ = ১০)

১.১	"কী করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষণ।" – উক্তিটি কার? তিনি কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?
১.২	মহর্ষি কণ্বমুনি কোথায় এবং কেন প্রস্থান করেছিলেন?
১.৩	'সৌদামিনী' শব্দের অর্থ কী ? সৌদামিনীর সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?
১.৪	কাঠকুড়ানি মেয়ে কিভাবে রাজার সেবা করলো?
১.৫	'দীন যে দীনের বন্ধু' – দীন কাকে বলা হয়েছে? কাকে দীনের বন্ধু বলা হয়েছে?

২) সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর দাওঃ (যে কোন পাঁচটি) (৫ × ৩ = ১৫)

২.১	'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটি কী ধরণের কবিতা? কবিতাটিতে কবির কার প্রতি, কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
২.২	বঙ্গদেশের রাজকন্যা কীরকম স্বামী চেয়েছিলেন?
২.৩	"ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শিরোধার্য করিলাম।" - একথা কে বলেছেন? ব্রাহ্মণ কী আশীর্বাদ করেছিলেন?
২.৪	"তারা না হরিতে পারে তিমির আমার" – বক্তা কে? কেন তারা তিমির হরণ করতে পারে না ?
২.৫	"আপনার শস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।" - বক্তা কে? উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?
২.৬	"সীতা বিনা আমি যেন মনিহারা ফণী" – উক্তিটি কার? মনিহারা ফণী বলতে কী বোঝান হয়েছে?
২.৭	আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে রাজা নদীর ধারে কী কী দেখলেন?

বিভাগ-গ (৪০)

১) প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও (যে কোন ৮টি) : (৮ × ৫ = ৪০)

১.১	রামচন্দ্রের বিলাপ কবিতাংশ অবলম্বন করে সীতার অন্তর্ধান সম্পর্কে রামচন্দ্রের অনুমানগুলি বর্ণনা কর।
১.২	"কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।" - কে, কখন এরূপ মন্তব্য করেছিলেন? কী কী কারণে স্থানটি তপোবন বলে মনে হচ্ছিল?
১.৩	'রাজরাণী' গল্পটিতে কিভাবে কাঠকুড়ানি মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে হল তা গল্পটিকে অনুসরণ করে নিজের ভাষায় লেখ।
১.৪	'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখ।
১.৫	'হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।' - কাকে পৃথিবীর আপন দুহিতা বলা হয়েছে? - তাঁকে কেন হরণ করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে?
১.৬	"দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী, নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।" - উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
১.৭	"সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্তব্য, অতএব শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখো।" – উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কাহিনির অন্তর্গত? - বক্তার এ কথার মাধ্যমে তাঁর কীরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?
১.৮	'রাজরাণী' গল্পটিতে রাজা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজকন্যাদের কেন রাজরাণী হবার উপযুক্ত মনে করলেন না? কাঠকুড়ানি মেয়েটিকে কেন তার রাণী হবার উপযুক্ত মনে করেছিলেন? যুক্তিসহ লেখ।
১.৯	"আপনার বাণ অতি সূক্ষ্ম ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকদের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে" – উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২.১০ টীকা লেখ : দুষ্মন্ত, শকুন্তলা। $(2\frac{1}{2} \times 2 = 5)$

ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

First Term Test – 2018

Sub: Bengali Text | **Class: VIII** | **F. M. 80**

Duration: 2 Hrs 30 Mins | **Date: 19.04.18**

- বানান ভুল, বাক্যের গঠনে ভুল, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখার জন্য নম্বর কাটা যেতে পারে।
- উত্তরপত্রে প্রশ্ন লেখবার প্রয়োজন নেই

বিভাগ-ক (১৫)

১) সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখঃ (৫× ১ = ৫)

১.১	"গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়"– জানকী শব্দের অর্থ হল (ঘ) জনকরাজার কন্যা
১.২	"মহর্ষি আশ্রমে নাই তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই" – বক্তা হলেন (খ) রাজা দুষ্মন্ত
১.৩	"তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?" বক্তা হলেন (খ) মন্ত্রী
১.৪	'সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে গিরীশ' – গিরীশ শব্দের অর্থ হল (খ) হিমালয়
১.৫	"সেই দেশ জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললাম" - বক্তা হলেন (ক) সন্ন্যাসী

২) শূন্যস্থান পূরণ করঃ (৫× ১ = ৫)

২.১	দানে ....**বারি**.................. নদীরূপা ....**বিমলা**.................... কিঙ্করী।
২.২	হরিলেন ....**পৃথিবী**.................. কি আপন ....**দুহিতা**.................. ।
২.৩	তপোবন ....**দর্শন**.................. দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব।

৩) একটি শব্দে উত্তর দাওঃ (৫× ১ = ৫)

		উত্তর
৩.১	অতিথি সৎকারের দায়িত্ব কার উপর ছিল?	শকুন্তলার
৩.২	কোন নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম?	মালিনী নদীর
৩.৩	কোন দেশের রাজা দেশবিদেশে রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?	বিজয়পত্তনের
৩.৪	কাকে বধ করতে তপস্বীরা মহারাজকে নিষেধ করেছিলেন?	আশ্রমমৃগকে
৩.৫	গোদাবরী নদীর তীরে কী আছে?	কমল-কানন

বিভাগ-খ (২৫)

১) প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (৫ × ২ = ১০)

১.১	"কী করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষণ।" – উক্তিটি কার? তিনি কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?	উক্তিটি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের জেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের। শ্রীরামচন্দ্র মায়াবী রাক্ষস মারীচকে হত্যা করে কুটিরে ফিরে সীতাদেবীকে দেখতে না পেয়ে শোকাকুল হয়ে লক্ষণের কাছে বিলাপ করছিলেন।
১.২	মহর্ষি কণ্বমুনি কোথায় এবং কেন প্রস্থান করেছিলেন?	মহর্ষি কণ্বমুনি সোমতীর্থে প্রস্থান করেছিলেন। দুর্দৈবশান্তির নিমিত্তে।
১.৩	'সৌদামিনী' শব্দের অর্থ কী ? সৌদামিনীর সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?	সৌদামিনী শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ। সৌদামিনীর সাথে জানকীমাতার তুলনা করা হয়েছে।
১.৪	কাঠকুড়ানি মেয়ে কিভাবে রাজার সেবা করলো?	কাঠকুড়ানি মেয়ে বনের ফলমূল সংগ্রহ করে রাজাকে খাইয়ে রাজার সেবা করেছিল।
১.৫	'দীন যে দীনের বন্ধু' – দীন কাকে বলা হয়েছে? কাকে দীনের বন্ধু বলা হয়েছে?	'দীন' বলতে কবিতায় দরিদ্র অর্থাৎ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বোঝানো হয়েছে। 'দীনের বন্ধু' বলতে দরিদ্রের ত্রাণকর্তা ঈশ্বররূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বোঝানো হয়েছে।

২) সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর দাওঃ (যে কোন পাঁচটি) (৫ × ৩ = ১৫)

২.১	'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটি কী ধরণের কবিতা? কবিতাটিতে কবির কার প্রতি, কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?	'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা চতুর্দশপদী কবিতা। এই কবিতায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি তার শ্রদ্ধাঞ্জলি বিভিন্ন উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন।
২.২	বঙ্গদেশের রাজকন্যা কীরকম স্বামী চেয়েছিলেন?	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রাজরানী' গল্পে বঙ্গদেশের রাজকন্যা সন্ন্যাসীর কাছে এমন কণ্ঠ চাইলেন যাতে তার স্বামী কেবল তারই কথা শোনে আর তার কথাই বলে।
২.৩	"ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শিরোধার্য করিলাম।" - একথা কে বলেছেন? ব্রাহ্মণ কী আশীর্বাদ করেছিলেন?	বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের অংশ বিশেষ 'তপোবনে দুষ্মন্ত' থেকে এই আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি রাজা বলেছেন। ব্রাহ্মণ তপস্বীরা রাজা দুষ্মন্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন যাতে তিনি দিগ্‌বিজয়ী পুত্রসন্তান লাভ করেন।
২.৪	"তারা না হরিতে পারে তিমির আমার" – বক্তা কে? কেন তারা তিমির হরণ করতে পারে না ?	কবি কৃত্তিবাস ওঝা রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী' থেকে সংকলিত 'রামচন্দ্রের বিলাপ' কবিতায় আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হলেন শ্রীরামচন্দ্র। তারা সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের অতলস্পর্শী বেদনার অন্ধকারকে দূর করতে পারেনা।
২.৫	"আপনার শস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।" - বক্তা কে? উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?	বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের অংশ বিশেষ 'তপোবনে দুষ্মন্ত' অংশে উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হলেন তপস্বীগণ। উদ্ধৃতাংশটির মাধ্যমে তপস্বীগণ এই বোঝাতে চেয়েছেন যে রাজার অস্ত্রশস্ত্র অসহায় মানুষকে রক্ষা করার জন্য ব্যাবহৃত হবে, নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়।
২.৬	"সীতা বিনা আমি যেন মনিহারা ফণী" – উক্তিটি কার? মনিহারা ফণী বলতে কী বোঝান হয়েছে?	রামায়ণ মহাকাব্যের প্রথম বাংলা অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী' থেকে সংকলিত উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হলেন শ্রীরামচন্দ্র। উদ্ধৃতাংশটির মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সাপ যেমন মনিহারা হলে তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে নিস্প্রভ হয়ে যায়, তেমনি সীতাকে হারিয়ে শ্রীরামচন্দ্র মনিহারা সাপের মতই নিঃস্ব, অসহায় হয়ে পড়েছেন।
২.৭	আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে রাজা নদীর ধারে কী কী দেখলেন?	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রাজরানী' গল্পে রাজা আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন পাতার ছাউনি। (কাঠকুড়ানি মেয়ের বর্ণনা)।

বিভাগ-গ (৪০)

১) প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও (যে কোন ৮টি) : (৮ × ৫ = ৪০)

১.১	রামচন্দ্রের বিলাপ কবিতাংশ অবলম্বন করে সীতার অন্তর্ধান সম্পর্কে রামচন্দ্রের অনুমানগুলি বর্ণনা কর।	রামায়ণ মহাকাব্যের প্রথম বাংলা অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস ওঝা রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী' থেকে সংকলিত 'রামচন্দ্রের বিলাপ' কবিতাংশে সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্র শোকাকুল হয়ে সীতাদেবীর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানা অনুমান করেন – সীতাদেবী হয়ত মুনিপত্নীদের সাথে কোথাও চলে গেছেন – কমলকাননে কমলমুখী হয়ে - পদ্মমুখী হয়ে – সৌদামিনী হয়ে – এইভাবে সীতাদেবী আপন পরিচয় গোপন করেছেন।
১.২	"কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।" - কে, কখন এরূপ মন্তব্য করেছিলেন? কী কী কারণে স্থানটি তপোবন বলে মনে হচ্ছিল?	উৎস – রাজা দুষ্মন্ত তার সারথিকে একথা বলেছেন। তপস্বীগণ যখন রাজাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে অতিথিরূপে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তপোবনে নানাস্থানে পালিত পশুপাখীদের খাদ্য, ওষুধ সযত্নে রক্ষিত - আশ্রম মৃগদের অবাধ বিচরণ – যজ্ঞীয় ধূমের সমাগম – স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মেলবন্ধন – শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ।
১.৩	'রাজরাণী' গল্পটিতে কিভাবে কাঠকুড়ানি মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে হল তা গল্পটিকে অনুসরণ করে নিজের ভাষায় লেখ।	উৎস – বিজয়পত্তনের রাজার অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ দেশে রানীর সন্ধানে ব্যার্থ হওয়া – এইসব দেশের স্বার্থপর লোভী রাজকন্যারা রানী হওয়ার অযোগ্য - কাঠকুড়ানি মেয়ের মধ্যে প্রকৃত রানী হওয়ার যোগ্যতা দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে, তার বাবার অনুমতি নিয়ে কাঠকুড়ানি মেয়েকে বিবাহ করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।
১.৪	'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখ।	উৎস – করুণার সিন্ধু, দীনবন্ধু, গিরীশ, বিমলাকিঙ্করী, শীতলশ্বাসী ছায়া প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষণে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অলংকৃত করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন।
১.৫	'হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।' - কাকে পৃথিবীর আপন দুহিতা বলা হয়েছে? - তাঁকে কেন হরণ করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে?	উৎস – রাজাজনক নন্দিনী ধরিত্রীমাতার কন্যা সীতাদেবীকে বলা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যার রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বনবাসে আসতে হয়েছিল বলে সীতাদেবী হয়ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। ধরিত্রীমাতা তার কন্যাকে স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে কন্যাকে বক্ষে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

১.৬	"দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী, নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।" - উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।	উৎস – প্রসঙ্গ - বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিনের বেলার শীতলশ্বাসী ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার রাত্রীকালীন নিদ্রা মানুষকে শান্তি প্রদান করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইভাবে দিনে ও রাতে মানুষের সেবা করে চলেছেন।
১.৭	"সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্তব্য, অতএব শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখো।" - উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কাহিনির অন্তর্গত? - বক্তার এ কথার মাধ্যমে তাঁর কীরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?	উদ্ধৃতাংশটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের অংশ বিশেষ 'তপোবনে দুষ্মন্ত' নামক কাহিনীর অন্তর্গত। বক্তার একথার মাধ্যমে তার নম্র, বিনয়ী, আভিজাত্যহীন সহজ-সরল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।
১.৮	'রাজরাণী' গল্পটিতে রাজা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজকন্যাদের কেন রাজরাণী হবার উপযুক্ত মনে করলেন না? কাঠকুড়ানি মেয়েটিকে কেন তার রাণী হবার উপযুক্ত মনে করেছিলেন? যুক্তিসহ লেখ।	উৎস – বিজয়পত্তনের রাজার অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজকন্যাদের তাঁর রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত মনে করলেন না কারণ তারা ছিল স্বার্থপর, লোভী, অহংকারী, উদ্ধত ও আত্মসুখী। অপরদিকে কাঠকুড়ানি মেয়ে ছিল নম্র, পরিশ্রমী, অতিথিপরায়ণ এবং নির্লোভ। কাঠকুড়ানি মেয়ে রাজরানী হলে নিজের সুখের চাইতে প্রজাদের সুখের, নিরাপত্তার জন্য ভাববেন এবং রাজাকে ঠিকপথে চালিত করতে পারবেন। মানবসেবাই যার কাছে ঈশ্বর সেবা।
১.৯	"আপনার বাণ অতি সূক্ষ্ম ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকদের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে" – উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।	উৎস – তপস্বীগণ রাজা দুষ্মন্তকে আশ্রমমৃগ বধ না করার প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন। রাজা সৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। রাজার বাণ অতি সূক্ষ্ম এবং বজ্রের মত কঠিন ও অমোঘ যা একবার নিক্ষিপ্ত হলে আর সংবরণ করা যায়না। শত্রুকে দমনের ক্ষেত্রে রাজার এই শক্তির প্রয়োজন হয়, কিন্তু দুর্বল, অসহায়ের জন্য করুণা বা কৃপার প্রয়োজন, শক্তির নয়।
১.১০	টীকা লেখঃ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা	দুষ্মন্তঃ চন্দ্রবংশের ঐতিরাজার পুত্র ছিলেন দুষ্মন্ত। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। তিনি মহর্ষি কণ্বমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করার সময় আশ্রম-কন্যা শকুন্তলার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্বমতে তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্রের নাম ছিল ভরত। শকুন্তলা - রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলা। মেনকা মালিনী নদীর তীরে কন্যাটিকে রেখে স্বর্গে গমন করেছিলেন। একটি শকুন্ত পাখি পাখা বিস্তার করে তাঁকে রক্ষা করেছিল। সেজন্য মহর্ষি কণ্ব তাঁর নামকরণ করেছিলেন শকুন্তলা। কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করেন, মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত। কথিত আছে, ভরতের নাম অনুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়।